




১) প্রযুক্তির নামঃ	জোড়সারি হাইবুশ তুঁতচাষ পদ্ধতি
২) প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্যঃ	<ul style="list-style-type: none"> ➤ রোপনের এক বছর পরই উৎপাদনশীল হয়ে যায়। ➤ পাতার গুণগত মান ও উৎপাদন ভাল। ➤ রক্ষণাবেক্ষণ ও পাতা সংগ্রহ সুবিধাজনক। ➤ চাকী ও বয়স্ক উভয় পলুর জন্য উপযোগী। ➤ সাথী ফসলের চাষ করা যায়। ➤ জমির বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত হয়। <div style="text-align: center;">  <p style="text-align: center;">জোড়সারি হাইবুশ তুঁতচাষে সাথী ফসলের চাষ</p> </div>
৩) প্রযুক্তির উপযোগিতাঃ	<p>ক) চাষযোগ্য অঞ্চলঃ দোআঁশ ও বেল-দোআঁশ মাটি, পি-এইচ এর মান ৬.২-৬.৮ আছে এমন মাটি বেশী উপযোগী। তবে লবণাক্ত, ছাঁয়াযুক্ত, বর্ষা কিংবা বন্যার পানি জমে এমন জমি তুঁতচাষে উপযোগী নয়।</p> <p>খ) পাতা উৎপাদনের মৌসুমঃ বছরে ০৪টি বন্দে ০৪ বার পাতা পাওয়া সম্ভব। একবার রোপন করলে ২০-২৫ বছর পর্যন্ত পাতা পাওয়া যায়।</p>
৪) মাঠ পর্যায়ে করণীয়ঃ	<p>রোপনঃ</p> <p>উপযোগী তুঁতজাতঃ বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট হতে উদ্ভাবিত প্রায় সকল তুঁতজাতই (বিএম-১ হতে বিএম-৯) এ পদ্ধতির জন্য উপযোগী। তবে বিশেষ করে যেসব জাতের ডাল সোজা এবং ছড়ানো নয় সে সব জাত বেশী সুবিধাজনক।</p> <p>রোপনের সময়ঃ আশ্বিন-কার্তিক মাস। তবে সেচের সুবিধা থাকলে জানুয়ারি মাসের প্রথম থেকে দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত রোপন করা যায়।</p> <p>দূরত্ব, গর্তের মাপ, সারের পরিমাণ ও গর্তে চারা রোপনঃ একই লাইনে গাছ হতে গাছের দূরত্ব হবে ২ফুট, দুই লাইনের মাঝে ৩ফুট এবং দুই জোড়া লাইনের মাঝে দূরত্ব হবে ৬ফুট। গর্তের মাপ হবে ১ফুট×১ফুট×১ফুট এবং গর্ত প্রতি জৈব সার: ১.৫০-২.০০ কেজি, ইউরিয়া: ২৮ গ্রাম, টিএসপি: ১৪ গ্রাম ও এমপি: ০৯ গ্রাম প্রয়োগ করে গর্তে চারা রোপন করতে হবে। গর্তে চারা রোপনের পূর্বে ১লিটার পানিতে ২ গ্রাম পরিমাণ ডাইথেন- এম-৪৫এর দ্রবণে চারার শিকড় ভিজিয়ে বিশোধন করে নিতে হবে।</p> <p>রোপিত চারা সাইজকরণঃ চারা রোপন করার ১৫-২০ দিন পর কুঁড়ি ফুটতে আরম্ভ করলে মাটি হতে ২২ সে:মি: উপরে মাথা কাটতে হবে এবং ১ বছর পর ১ম কাটের আরও ৮ সে:মি: উপর থেকে ছাঁটাই করে ব্যাডের আসল উচ্চতা ৩০সে:মি (১ফুট) ঠিক করে নিতে হবে।</p> <p>উৎপাদনশীল জোড়সারি হাইবুশের ক্ষেত্রে পরিচর্যাঃ ছাঁটাই তুঁতচাষে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সময় মত সঠিক নিয়মে ছাঁটাই করলে গুণগত ও পরিমাণগত পাতা উৎপাদন নিশ্চিত হয়। আসল উচ্চতা হতে চৈতা বন্দেঃ ৩-৪ ইঞ্চি, জৈষ্ঠ্যা বন্দেঃ ১.৫-২.০০ ফুট, ভাদুরী বন্দেঃ ৮-৯ ইঞ্চি উপর থেকে এবং অগ্রহায়নী বন্দে (আসল উচ্চতায় ১ফুট) উপর থেকে ছাঁটাই করতে হবে। বিঘা প্রতি বছরে জৈব সারঃ ৫০-৬০মন, ইউরিয়াঃ ৮৮ কেজি, টিএসপিঃ ৪৪ কেজি এবং এমপিঃ ২৮কেজি সমান ৪ ভাগে ভাগ করে ৪ বারে ছাঁটাইয়ের ১৫-২০ দিন পরে প্রয়োগ করতে হবে। তবে জৈব সার একবারে বর্ষার পরে অর্থাৎ মাঘী খৌড়ের সময় প্রয়োগ করতে হবে। খৌড় ও নিড়ানী দিয়ে মাটি আলগা করে আগাছা পরিষ্কার করতে হবে এবং শুল্ক মৌসুমে মাসে কমপক্ষে ২বার সেচ দিতে হবে।</p> <p>রোগ-বালাই দমনঃ বাংলাদেশে সাধারণতঃ তুঁতজমিতে ছত্রাকজনিত পাউডারী মিলডিউ বেশী রোগ দেখা যায়। এ রোগ দমনে ম্যানকোজেব গুপের ছত্রাকনাশক যেমন- ডাইথেন-এম-৪৫, ১০ দিন পর পর ১ লিটার পানিতে ২ গ্রাম করে ২ বারে প্রয়োগ করতে হবে। মিলিবাগ, থ্রিপস, টুকরা প্রভৃতির পোকাকার আক্রমণে তুঁতপাতার ক্ষতি হয়। এসব পোকা রোধে ক্লোরোফাইরিফস গুপের কীটনাশক যেমন- ক্লোরোবান ১ লিটার পানিতে ২ মি:লি: মিশিয়ে ২-৩ দিন পর পর ২ বার স্প্রে করা যেতে পারে। ছত্রাকনাশক ও কীটনাশক উভয় ক্ষেত্রে শেষ স্প্রে করার কমপক্ষে ১০-১২ দিন পর তুঁতপাতা পলুকে খাওয়ানো যাবে। তবে থ্রিপস পোকাকার আক্রমণ রোধে স্প্রিংলার পদ্ধতিতে সেচ খুবই কার্যকরী। রোগবালাই দমনের জন্য প্রয়োজনে মাঠকর্মী কিংবা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনা করে ব্যবস্থা নেওয়াই শ্রেয়।</p>
৫) প্রযুক্তি হতে ফলন/প্রাপ্তিঃ	এ পদ্ধতিতে চাষ করলে তুঁতজমির পরিচর্যা সহজ হয়, গুণগত পাতা উৎপাদন ও জমির বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত হয়। ফলে একজন রেশমচাষী রেশমচাষের পাশাপাশি বাড়তি আয় করতে পারে।

প্রযুক্তির নামঃ	চাকী পলুর জন্য তুঁতবাগান ব্যবস্থাপনা
1. প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্যঃ	<ul style="list-style-type: none"> ➤ পাতার প্রকৃতি নরম, রসালো, মসৃণ ও চকচকে। ➤ পাতায় জলীয় ভাগের পরিমাণ শতকরা ৭৮-৮০ ভাগ থাকা। ➤ কার্বোহাইড্রেটের ও প্রোটিনের পরিমাণ বেশী থাকা। ➤ খনিজ পদার্থ স্বাভাবিক মাত্রায়। ➤ চর্বি স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে কম রাখা।  <p style="text-align: center;">চাকী পলুর তুঁতবাগান</p>
2. চাকী তুঁতবাগান প্রযুক্তির উপযোগিতাঃ	<p>ক) চাষযোগ্য অঞ্চলঃ দোআঁশ ও বেলে-দোআঁশ মাটি, পি-এইচ এর মান ৬.২-৬.৮ আছে এমন জমি তুঁতচাষের জন্য বেশী উপযোগী। তবে লবণাক্ত, ছাঁয়াযুক্ত, বর্ষা কিংবা বন্যার পানি জমে এমন জমি উপযোগী নয়।</p> <p>খ) পাতা উৎপাদনের মৌসুমঃ বছরে ০৪ টি বন্দে ০৪ বার পাতা পাওয়া সম্ভব। একবার রোপন করলে ২০-২৫ বছর পর্যন্ত পাতা পাওয়া যায়।</p>
3. মাঠ পর্যায়ে করণীয়ঃ	<p>রোপন পদ্ধতিঃ বুশ এবং হাইবুশ উভয় পদ্ধতিতেই চাষ করা যায়। তবে হাইবুশ বেশী উপযোগী।</p> <p>উপযোগী তুঁতজাতঃ বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট হতে উদ্ভাবিত বিএম-৩, বিএম-৬, বিএম-৯ বেশী উপযোগী।</p> <p>হাইবুশের রোপন পদ্ধতিঃ</p> <p>রোপনের সময়ঃ আশ্বিন-কার্তিক মাস। তবে সেচের সুবিধা থাকলে জানুয়ারি মাসের প্রথম থেকে দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত রোপন করা যায়।</p> <p>দূরত্ব, গর্তের মাপ, সারের পরিমাণ এবং গর্তে চারা রোপনঃ গাছ হতে গাছের দূরত্ব হবে ৩ ফুট×৩ফুট, গর্তের মাপ ১ফুট×ফুট×১ফুট এবং গর্ত প্রতি জৈব সার: ১.৫০-২.০০ কেজি, ইউরিয়া: ২৮গ্রাম, টিএসপি: ১৪ গ্রাম ও এমপি: ০৯ গ্রাম প্রয়োগ করে গর্তের মাঝখানে চারা রোপন করতে হবে। গর্তে চারা রোপনের পূর্বে ১লিটার পানিতে ২ গ্রাম পরিমাণ ডাইথেন- এম-৪৫এর দ্রবণে চারার শিকড় ভিজিয়ে বিশোধন করে নিতে হবে।</p> <p>রোপিত চারা সাইজকরণঃ চারা রোপন করার ১৫-২০ দিন পর কুঁড়ি ফুটতে আরম্ভ করলে মাটি হতে ২২ সে:মি: উপরে মাথা কাটতে হবে এবং ১ বছর পর ১ম কাটের আরও ৮ সে:মি: উপর থেকে ছাঁটাই করে ঝাড়ের আসল উচ্চতা ৩০সে:মি (১ফুট) ঠিক করে নিতে হবে</p> <p>উৎপাদনশীল হাইবুশের ক্ষেত্রে পরিচর্যাঃ ছাঁটাই তুঁতচাষে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সময় মত ও সঠিক নিয়মে ছাঁটাই করলে গুণগত ও পরিমাণগত পাতা উৎপাদন নিশ্চিত হয়। চাকী পলুর জন্য চৈতা বন্দে আসল উচ্চতার ৬-৮সে:মি:, জৈষ্ঠ্যা বন্দে ৪ সে:মি:, ভাদুরী বন্দে ১০-১৫সে:মি: এবং অগ্রহায়নী বন্দে মাটি হতে ৩০ সে:মি: (আসল উচ্চতায়) উপরে ছাঁটাই করতে হবে। জৈষ্ঠ্যা ও ভাদুরী বন্দে পলু মুখানোর ৩৫-৪০ এবং চৈতা ও অগ্রহায়নী বন্দে পলু মুখানোর ৪৫-৫০ দিন পূর্বে ছাঁটাই করতে হবে। ছাঁটাইয়ের পর খোঁড় ও নিড়ানী দিয়ে মাটি আলগা করে আগাছা পরিষ্কার করে বিঘা প্রতি বছরে জৈব সারঃ ৫০-৬০মন, ইউরিয়াঃ ৬৮ কেজি, টিএসপিঃ ৪৪ কেজি, এবং এমপিঃ ৪০ কেজি সমান ৪ ভাগে ভাগ করে ৪ বারে ছাঁটাইয়ের ১৫-২০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে। চাকী তুঁতবাগানে শুল্ক মৌসুমে সেচ দেওয়া অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে প্রতি ৭ দিন অন্তর অন্তর সেচ দেয়া যেতে পারে যাতে মাটি একটু নরম থাকে।</p> <p>রোগ-বলাই দমনঃ বাংলাদেশে সাধারণতঃ তুঁতজমিতে ছত্রাকজনিত পাউডারী মিলডিউ রোগ বেশী দেখা যায়। এ রোগ দমনে ম্যানকোজেব গুপের ছত্রাকনাশক যেমন- ডাইথেন-এম-৪৫, ১০দিন পর পর ১লিটার পানিতে ২ গ্রাম করে ২ বারে প্রয়োগ করতে হবে। মিলিবাগ, থ্রিপস, টুকরা প্রভৃতির পোকাকার আক্রমণে তুঁতপাতার ক্ষতি হয়। এসব পোকা রোধে ক্লোরোফাইরিফস গুপের কীটনাশক যেমন- ক্লোরোবান ১ লিটার পানিতে ২ মি:লি: মিশিয়ে ২-৩ দিন পর পর ২ বার স্প্রে করা যেতে পারে। ছত্রাকনাশক ও কীটনাশক উভয় ক্ষেত্রে শেষ স্প্রে করার কমপক্ষে ১০-১২ দিন পর তুঁতপাতা পলুকে খাওয়ানো যাবে। তবে চাকী তুঁতবাগানে থ্রিপস পোকাকার আক্রমণ তুলনামূলকভাবে বেশী দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে সকালে কিংবা বিকালে স্প্রিংলার পদ্ধতির সেচ খুবই কার্যকরী। রোগবলাই দমনের জন্য প্রয়োজনে মাঠকর্মী কিংবা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনা করে ব্যবস্থা নেওয়াই শ্রেয়।</p>
4. প্রযুক্তি হতে ফলন/প্রাপ্তিঃ	চাকী পলুর জন্য তুঁতবাগান ব্যবস্থাপনা করে প্রাপ্ত পাতায় পলু পালন করলে রেশম পোকাকার মৃত্যুর হার তুলনামূলকভাবে কম হয়, পোকাকার সুস্বাদু বৃদ্ধি ঘটে, গুটির গুণগতমাণ ও ফলন বৃদ্ধি পায় বিনিময়ে চাষী আর্থিকভাবে লাভবান হয়।

১।	প্রযুক্তির নামঃ	তুঁতজাতঃ বিএম- ৮	
২।	প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্যঃ	<ul style="list-style-type: none"> ➤ এ জাতের পাতা আকারে বড় ও চওড়া, গাঢ় সবুজ, ➤ চকচকে, পুরনু এবং খাঁজবিহীন। ➤ মাটিতে শিকড় গজানোর হার ৯০% এর বেশী। ➤ উঁচুরুপি, ঝাড় ও গাছতুঁত চাষের জন্য উপযোগী। ➤ পাতায় জলীয় ভাগের পরিমাণ ৭৩.৫১%, ➤ পানি ধারণ ক্ষমতা ৫১.২%, খনিজ পদার্থের পরিমাণ ➤ ৯.৫৫%, টোটাল সুগার ৫.১০%, রিডিউসিং সুগার ৩.৬৮% ও ➤ আমিষের পরিমাণ ১৮.৪১%। 	 <p style="text-align: center;">তুঁতজাতঃ বিএম- ৮</p>
৩।	প্রযুক্তির উপযোগীতাঃ	<p>চাষযোগ্য অঞ্চলঃ দোআঁশ ও বেলে-দোআঁশ মাটি, পি-এইচ এর মান ৬.২-৬.৮ আছে এমন জমি তুঁতচাষের জন্য বেশী উপযোগী। তবে লবণাক্ত, ছাঁয়াযুক্ত, বর্ষা কিংবা বন্যার পানি জমে এমন জমি উপযোগী নয়।</p> <p>খ) পাতা উৎপাদনের মৌসুমঃ বছরে ০৪ টি বন্দে ০৪ বার পাতা পাওয়া সম্ভব। একবার রোপন করলে ২০-২৫ বছর পর্যন্ত পাতা পাওয়া যায়।</p> <p>৪। মাঠ পর্যায়ে করণীয়ঃ</p> <p>রোপন পদ্ধতিঃ উঁচুরুপি, ঝাড় এবং গাছ পদ্ধতির তুঁতচাষের জন্য বেশী উপযোগী।</p> <p>রোপনের সময়ঃ আশ্বিন-কার্তিক মাস। তবে সেচের সুবিধা থাকলে জানুয়ারি মাসের প্রথম থেকে দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত রোপন করা যায়।</p> <p>দূরত্ব, গর্তের মাপ, সারের পরিমাণ এবং গর্তে চারা রোপনঃ</p> <p>ক) উঁচুরুপি চাষ পদ্ধতিঃ গাছ হতে গাছের দূরত্ব হবে ৩ ফুট×৩ফুট, গর্তের মাপ ১ফুট×ফুট×১ফুট এবং গর্ত প্রতি জৈব সার: ১.৫০-২.০০ কেজি, ইউরিয়া: ২৮গ্রাম, টিএসপি: ১৪ গ্রাম ও এমপি: ০৯ গ্রাম প্রয়োগ করে গর্তের মাঝখানে চারা রোপন করতে হবে। গর্তে চারা রোপনের পূর্বে ১লিটার পানিতে ২ গ্রাম পরিমাণ ডাইথেন-এম-৪৫ এর দ্রবণে চারার শিকড় ভিজিয়ে বিশোধন করে নিতে হবে।</p> <p>রোপিত চারা সাইজকরণঃ চারা রোপন করার ১৫-২০ দিন পর কুঁড়ি ফুটে আরম্ভ করলে মাটি হতে ২২ সে:মি: উপরে মাথা কাটতে হবে এবং ১ বছর পর ১ম কাটের আরও ৮ সে:মি: উপর থেকে ছাঁটাই করে ঝাড়ের আসল উচ্চতা ৩০সে:মি (১ফুট) ঠিক করে নিতে হবে এবং পরবর্তীতে এই উচ্চতায় তুঁতগাছ সংরক্ষণ করতে হবে।</p> <p>উৎপাদনশীল হাইব্রুশের ক্ষেত্রে পরিচর্যাঃ ছাঁটাই তুঁতচাষে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সময় মত ও সঠিক নিয়মে ছাঁটাই করলে গুণগত ও পরিমাণগত পাতা উৎপাদন নিশ্চিত হয়। চাকী পলুর জন্য চৈতা বন্দে আসল উচ্চতার ৬-৮সে:মি:, জৈষ্ঠ্যা বন্দে ৪ সে:মি:, ভাদুরী বন্দে ১০-১৫সে:মি: এবং অগ্রাহায়নী বন্দে মাটি হতে ৩০ সে:মি: (আসল উচ্চতায়) উপরে ছাঁটাই করতে হবে। জৈষ্ঠ্যা ও ভাদুরী বন্দে পলু মুখানোর ৩৫-৪০ এবং চৈতা ও অগ্রাহায়নী বন্দে পলু মুখানোর ৪৫-৫০ দিন পূর্বে ছাঁটাই করতে হবে। ছাঁটাইয়ের পর খৌড় ও নিড়ানী দিয়ে মাটি আলগা করে আগাছা পরিষ্কার করে বিঘা প্রতি বছরে জৈব সারঃ ৫০-৬০মন, ইউরিয়াঃ ৬৮ কেজি, টিএসপিঃ ৪৪ কেজি, এবং এমপিঃ ৪০ কেজি সমান ৪ ভাগে ভাগ করে ৪ বারে ছাঁটাইয়ের ১৫-২০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে। চাকী তুঁতবাগানে শুল্ক মৌসুমে সেচ দেওয়া অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে প্রতি ৭ দিন অন্তর অন্তর সেচ দেয়া যেতে পারে যাতে মাটি একটু নরম থাকে।</p> <p>খ) ঝাড় চাষ পদ্ধতিঃ গাছ হতে গাছের দূরত্ব হবে ৪ফুট×৪ফুট, গর্তের মাপ ১.৫০ ফুট×১.৫০ ফুট×১.৫০ ফুট এবং গর্ত প্রতি জৈব সার: ২.০০-৩.০০ কেজি, ইউরিয়া: ৬০গ্রাম, টিএসপি: ৩০ গ্রাম ও এমপি: ২০ গ্রাম প্রয়োগ করে গর্তের মাঝখানে চারা রোপন করতে হবে। গর্তে চারা রোপনের পূর্বে ১লিটার পানিতে ২ গ্রাম পরিমাণ ডাইথেন- এম-৪৫এর দ্রবণে চারার শিকড় ভিজিয়ে বিশোধন করে নিতে হবে। চারা রোপনের ২০-২৫ দিন পর অথবা কুঁড়ি গজানো শুরু হলে মাটি হতে ১.৫০ ফুট উপরে টপ কাটিং করতে হবে।</p> <p>রোপিত চারা সাইজকরণঃ চারা রোপন করার ১৫-২০ দিন পর কুঁড়ি ফুটে আরম্ভ করলে মাটি হতে ৪৫ সে:মি: উপরে মাথা কাটতে হবে এবং ১ বছর পর ১ম কাটের আরও ৩০ সে:মি: উপর থেকে, ২য় বছর আরোও ৩০ সে: মি: এবং ৩য় বছর আরোও ১৫ সে: মি: উপরে ছাঁটাই করে ঝাড়ের আসল উচ্চতা ১২০ সে:মি (৪ফুট) ঠিক করে নিতে হবে। পরবর্তীতে এই উচ্চতায় তুঁতগাছ সংরক্ষণ করতে হবে।</p> <p>উৎপাদনশীল ঝাড়ের ক্ষেত্রে পরিচর্যাঃ ছাঁটাই তুঁতচাষে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সময় মত ও সঠিক নিয়মে ছাঁটাই করলে গুণগত ও পরিমাণগত পাতা উৎপাদন নিশ্চিত হয়। চৈতা বন্দে আসল উচ্চতার ৬-৮</p>	

সে:মি:, জৈষ্ঠ্যা বন্দে ৪৫-৭৫ সে:মি:, ভাদুরী বন্দে ১০-১৫ সে:মি: এবং অগ্রাহায়নী বন্দে মাটি হতে ১২০ সে:মি: (আসল উচ্চতায়) উপরে ছাঁটাই করতে হবে। জৈষ্ঠ্যা ও ভাদুরী বন্দে পলু মুখানোর ৩৫-৪০ এবং চৈতা ও অগ্রাহায়নী বন্দে পলু মুখানোর ৪৫-৫০ দিন পূর্বে ছাঁটাই করতে হবে। ছাঁটাইয়ের পর খোঁড় ও নিড়ানী দিয়ে মাটি আলগা করে আগাছা পরিষ্কার করে বিঘা প্রতি বছরে জৈব সারঃ ২.০০-২.৫০ মে:টন, ইউরিয়াঃ ৮৮ কেজি, টিএসপিঃ ৪৪ কেজি এবং এমপিঃ ২৮ কেজি সমান ৪ ভাগে ভাগ করে ৪ বারে ছাঁটাইয়ের ১৫-২০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে। চাকী তুঁতবাগানে শুল্ক মৌসুমে সেচ দেওয়া অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে প্রতি ৭-১০ দিন অন্তর অন্তর সেচ দেয়া যেতে পারে যাতে মাটি একটু নরম থাকে।


গ) **গাছ পদ্ধতি:** গাছ হতে গাছের দূরত্ব হবে ৬ফুট×৬ফুট, গর্তের মাপ ১.৫০ফুট×১.৫০ফুট×১.৫০ফুট এবং গর্ত প্রতি জৈব সার: ৩.০০-৪.০০ কেজি, ইউরিয়া: ১১০গ্রাম, টিএসপি: ৫৫ গ্রাম ও এমপি: ৩৫ গ্রাম প্রয়োগ করে গর্তের মাঝখানে চারা রোপন করতে হবে। গর্তে চারা রোপনের পূর্বে ১লিটার পানিতে ২ গ্রাম পরিমাণ ডাইথেন- এম-৪৫এর দ্রবণে চারার শিকড় ভিজিয়ে বিশোধন করে নিতে হবে।

রোপিত চারা সাইজকরণ: চারা রোপন করার ১৫-২০ দিন পর কুড়ি ফুটে আরম্ভ করলে মাটি হতে ১৮০ সে:মি: উপরে মাথা কাটতে হবে এবং ১ বছর পর ১ম কাটের আরও ৬০ সে:মি: উপর থেকে, ২য় বছর আরোও ৩০ সে: মি: এবং ৩য় বছর আরোও ৩০ সে: মি: উপরে ছাঁটাই করে ঝাড়ের আসল উচ্চতা ৩০ সে:মি (১০ফুট) তিক করে নিতে হবে। পরবর্তীতে এই উচ্চতায় তুঁতগাছ সংরক্ষণ করতে হবে।

উৎপাদনশীল গাছের ক্ষেত্রে পরিচর্যাঃ ছাঁটাই তুঁতচাষে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সময় মত ও সঠিক নিয়মে ছাঁটাই করলে গুণগত ও পরিমাণগত পাতা উৎপাদন নিশ্চিত হয়। চৈতা বন্দে আসল উচ্চতার ৬-৮সে:মি:, জৈষ্ঠ্যা বন্দে ৪৫-৭৫ সে:মি:, ভাদুরী বন্দে ১০-১৫ সে:মি: এবং অগ্রাহায়নী বন্দে মাটি হতে ৩০ সে:মি: (আসল উচ্চতায়) উপরে ছাঁটাই করতে হবে। জৈষ্ঠ্যা ও ভাদুরী বন্দে পলু মুখানোর ৩৫-৪০ এবং চৈতা ও অগ্রাহায়নী বন্দে পলু মুখানোর ৪৫-৫০ দিন পূর্বে ছাঁটাই করতে হবে। ছাঁটাইয়ের পর খোঁড় ও নিড়ানী দিয়ে মাটি আলগা করে আগাছা পরিষ্কার করে সেচ সুবিধা যুক্ত গাছের ক্ষেত্রে গাছ প্রতি বছরে জৈব সারঃ ৪-৫ কেজি, ইউরিয়াঃ ২২০ গ্রাম, টিএসপিঃ ১১০ গ্রাম, এবং এমপিঃ ৭০ গ্রাম সমান ৪ ভাগে ভাগ করে ৪ বারে ছাঁটাইয়ের ১৫-২০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে। তবে বৃষ্টি নির্ভর তুঁতগাছের গাছের ক্ষেত্রে গাছ প্রতি বছরে জৈব সারঃ ৪-৫ কেজি, ইউরিয়াঃ ১১০ গ্রাম, টিএসপিঃ ৫৫ গ্রাম, এবং এমপিঃ ৩৫ গ্রাম সমান ২ ভাগে ভাগ করে ২ বারে যথাক্রমে বর্ষার আগে ও পরে প্রয়োগ করতে হবে। চাকী তুঁতবাগানে শুল্ক মৌসুমে সেচ দেওয়া অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে প্রতি ৭-১০ দিন অন্তর অন্তর সেচ দেয়া যেতে পারে যাতে মাটি একটু নরম থাকে।

রোগ-বালাই দমনঃ বাংলাদেশে সাধারণতঃ তুঁতজমিতে ছত্রাকজনিত পাউডারী মিলডিউ রোগ বেশী দেখা যায়। এ রোগ দমনে ম্যানকোজেব গুপের ছত্রাকনাশক যেমন- ডাইথেন-এম-৪৫, ১০দিন পর পর ১লিটার পানিতে ২ গ্রাম করে ২ বারে প্রয়োগ করতে হবে। মিলিবাগ, থ্রিপস, টুকরা প্রভৃতির পোকাকার আক্রমণে তুঁতপাতার ক্ষতি হয়। এসব পোকা রোধে ক্লোরোফাইরিফস গুপের কীটনাশক যেমন- ক্লোরোবান ১ লিটার পানিতে ২ মি:লি: মিশিয়ে ২-৩ দিন পর পর ২ বার স্প্রে করা যেতে পারে। ছত্রাকনাশক ও কীটনাশক উভয় ক্ষেত্রে শেষ স্প্রে করার কমপক্ষে ১০-১২ দিন পর তুঁতপাতা পলুকে খাওয়ানো যাবে। তবে চাকী তুঁতবাগানে থ্রিপস পোকাকার আক্রমণ তুলনামূলকভাবে বেশি দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে সকালে কিংবা বিকালে স্প্রিংলার পদ্ধতির সেচ খুবই কার্যকরী। রোগবালাই দমনের জন্য প্রয়োজনে মাঠকর্মী কিংবা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনা করে ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

৫।	প্রযুক্তি হতে ফলন/প্রাপ্তিঃ	পাতা উৎপাদন ক্ষমতা ৩৭.২০ মেঃ টঃ/হেঃ/বছর।
----	-----------------------------	--

১।	প্রযুক্তির নামঃ	তুঁতজাতঃ বিএম- ৯
২।	প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্যঃ	<ul style="list-style-type: none"> ➤ পাতা মাঝারি আকারের, গাঢ় সবুজ, চকচকে ও খাঁজবিহীন। ➤ মাটিতে শিকড় গজানোর হার ৯৫% এর বেশী। ➤ কুপি, উঁচুকুপি ও ঝাড় তুঁতচাষের জন্য বেশী উপযোগী। ➤ পাতায় জলীয় ভাগের পরিমাণ ৭৪.৫১%, ➤ পানি ধারণ ক্ষমতা ৫২.৪৩%, ➤ খনিজ পদার্থের পরিমাণ ১০.৫৫%, টোটাল সুগার ৫.৩০%, রিডিউসিংসুগার ৩.৯৮% ও আমিষের পরিমাণ ১৯.৮১%।
		 <p>তুঁতজাতঃ বিএম-৯</p>
৩।	প্রযুক্তির উপযোগীতাঃ	<p>চাষযোগ্য অঞ্চলঃ দোআঁশ ও বেলে-দোআঁশ মাটি, পি-এইচ এর মান ৬.২-৬.৮ আছে এমন জমি তুঁতচাষের জন্য বেশী উপযোগী। তবে লবণাক্ত, ছাঁয়াযুক্ত, বর্ষা কিংবা বন্যার পানি জমে এমন জমি উপযোগী নয়।</p> <p>খ) পাতা উৎপাদনের মৌসুমঃ বছরে ০৪ টি বন্দে ০৪ বার পাতা পাওয়া সম্ভব। একবার রোপন করলে ২০-২৫ বছর পর্যন্ত পাতা পাওয়া যায়।</p>
৪।	মাঠ পর্যায়ে করণীয়ঃ	<p>রোপন পদ্ধতিঃ উঁচুকুপি, ঝাড় এবং গাছ পদ্ধতির তুঁতচাষের জন্য উপযোগী।</p> <p>রোপনের সময়ঃ আশ্বিন-কার্তিক মাস। তবে সেচের সুবিধা থাকলে জানুয়ারি মাসের প্রথম থেকে দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত রোপন করা যায়।</p> <p>দূরত্ব, গর্তের মাপ, সারের পরিমাণ এবং গর্তে চারা রোপনঃ</p> <p>ক) উঁচুকুপি চাষ পদ্ধতিঃ গাছ হতে গাছের দূরত্ব হবে ৩ ফুট×৩ফুট, গর্তের মাপ ১ফুট×ফুট×১ফুট এবং গর্ত প্রতি জৈব সার: ১.৫০-২.০০ কেজি, ইউরিয়া: ২৮গ্রাম, টিএসপি: ১৪ গ্রাম ও এমপি: ০৯ গ্রাম প্রয়োগ করে গর্তের মাঝখানে চারা রোপন করতে হবে। গর্তে চারা রোপনের পূর্বে ১লিটার পানিতে ২ গ্রাম পরিমাণ ডাইথেন- এম-৪৫এর দ্রবণে চারার শিকড় ভিজিয়ে বিশোধন করে নিতে হবে।</p> <p>রোপিত চারা সাইজকরণঃ চারা রোপন করার ১৫-২০ দিন পর কুঁড়ি ফুটে আরম্ভ করলে মাটি হতে ২২ সে:মি: উপরে মাথা কাটতে হবে এবং ১ বছর পর ১ম কাটের আরও ৮ সে:মি: উপর থেকে ছাঁটাই করে ঝাড়ের আসল উচ্চতা ৩০সে:মি (১ফুট) ঠিক করে নিতে হবে এবং পরবর্তীতে এই উচ্চতায় তুঁতগাছ সংরক্ষণ করতে হবে।</p> <p>উৎপাদনশীল হাইব্রুশের ক্ষেত্রে পরিচর্যাঃ ছাঁটাই তুঁতচাষে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সময় মত ও সঠিক নিয়মে ছাঁটাই করলে গুণগত ও পরিমাণগত পাতা উৎপাদন নিশ্চিত হয়। চাকী পলুর জন্য চৈতা বন্দে আসল উচ্চতার ৬-৮সে:মি:, জৈষ্ঠ্যা বন্দে ৪ সে:মি:, ভাদুরী বন্দে ১০-১৫সে:মি: এবং অগ্রাহায়নী বন্দে মাটি হতে ৩০ সে:মি: (আসল উচ্চতায়) উপরে ছাঁটাই করতে হবে। জৈষ্ঠ্যা ও ভাদুরী বন্দে পলু মুখানোর ৩৫-৪০ এবং চৈতা ও অগ্রাহায়নী বন্দে পলু মুখানোর ৪৫-৫০ দিন পূর্বে ছাঁটাই করতে হবে। ছাঁটাইয়ের পর খোঁড় ও নিড়ানী দিয়ে মাটি আলগা করে আগাছা পরিষ্কার করে বিঘা প্রতি বছরে জৈব সারঃ ৫০-৬০মন, ইউরিয়াঃ ৬৮ কেজি, টিএসপিঃ ৪৪ কেজি, এবং এমপিঃ ৪০ কেজি সমান ৪ ভাগে ভাগ করে ৪ বারে ছাঁটাইয়ের ১৫-২০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে। চাকী তুঁতবাগানে শুল্ক মৌসুমে সেচ দেওয়া অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে প্রতি ৭ দিন অন্তর অন্তর সেচ দেয়া যেতে পারে যাতে মাটি একটু নরম থাকে।</p> <p>খ) ঝাড় চাষ পদ্ধতিঃ গাছ হতে গাছের দূরত্ব হবে ৪ফুট×৪ফুট, গর্তের মাপ ১.৫০ফুট×১.৫০ফুট×১.৫০ফুট এবং গর্ত প্রতি জৈব সার: ২.০০-৩.০০ কেজি, ইউরিয়া: ৬০গ্রাম, টিএসপি: ৩০ গ্রাম ও এমপি: ২০ গ্রাম প্রয়োগ করে গর্তের মাঝখানে চারা রোপন করতে হবে। গর্তে চারা রোপনের পূর্বে ১লিটার পানিতে ২ গ্রাম পরিমাণ ডাইথেন- এম-৪৫এর দ্রবণে চারার শিকড় ভিজিয়ে বিশোধন করে নিতে হবে। চারা রোপনের ২০-২৫ দিন পর অথবা কুঁড়ি গজানো শুরু হলে মাটি হতে ১.৫০ ফুট উপরে টপ কাটিং করতে হবে।</p> <p>রোপিত চারা সাইজকরণঃ চারা রোপন করার ১৫-২০ দিন পর কুঁড়ি ফুটে আরম্ভ করলে মাটি হতে ৪৫ সে:মি: উপরে মাথা কাটতে হবে এবং ১ বছর পর ১ম কাটের আরও ৩০ সে:মি: উপর থেকে, ২য় বছর আরোও ৩০ সে: মি: এবং ৩য় বছর আরোও ১৫ সে: মি: উপরে ছাঁটাই করে ঝাড়ের আসল উচ্চতা ১২০ সে:মি (৪ফুট) ঠিক করে নিতে হবে। পরবর্তীতে এই উচ্চতায় তুঁতগাছ সংরক্ষণ করতে হবে।</p> <p>উৎপাদনশীল ঝাড়ের ক্ষেত্রে পরিচর্যাঃ ছাঁটাই তুঁতচাষে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সময় মত ও সঠিক নিয়মে ছাঁটাই করলে গুণগত ও পরিমাণগত পাতা উৎপাদন নিশ্চিত হয়। চৈতা বন্দে আসল উচ্চতার ৬-৮ সে:মি:, জৈষ্ঠ্যা বন্দে ৪৫-৭৫ সে:মি:, ভাদুরী বন্দে ১০-১৫ সে:মি: এবং অগ্রাহায়নী বন্দে মাটি হতে ১২০ সে:মি:</p>

(আসল উচ্চতায়) উপরে ছাঁটাই করতে হবে। জৈষ্ঠ্যা ও ভাদুরী বন্দে পলু মুখানোর ৩৫-৪০ এবং চৈতা ও অগ্রহায়নী বন্দে পলু মুখানোর ৪৫-৫০ দিন পূর্বে ছাঁটাই করতে হবে। ছাঁটাইয়ের পর খৌড় ও নিড়ানী দিয়ে মাটি আলগা করে আগাছা পরিষ্কার করে বিঘা প্রতি বছরে জৈব সারঃ ২.০০-২.৫০ মে:টন, ইউরিয়াঃ ৮৮ কেজি, টিএসপিঃ ৪৪ কেজি এবং এমপিঃ ২৮ কেজি সমান ৪ ভাগে ভাগ করে ৪ বারে ছাঁটাইয়ের ১৫-২০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে। চাকী তুঁতবাগানে শূক্ৰ মৌসুমে সেচ দেওয়া অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে প্রতি ৭-১০ দিন অন্তর অন্তর সেচ দেয়া যেতে পারে যাতে মাটি একটু নরম থাকে।


গ) গাছ পদ্ধতি: গাছ হতে গাছের দূরত্ব হবে ৬ফুট×৬ফুট, গর্তের মাপ ১.৫০ফুট×১.৫০ফুট×১.৫০ফুট এবং গর্ত প্রতি জৈব সার: ৩.০০-৪.০০ কেজি, ইউরিয়া: ১১০গ্রাম, টিএসপি: ৫৫ গ্রাম ও এমপি: ৩৫ গ্রাম প্রয়োগ করে গর্তের মাঝখানে চারা রোপন করতে হবে। গর্তে চারা রোপনের পূর্বে ১লিটার পানিতে ২ গ্রাম পরিমাণ ডাইথেন- এম-৪৫ এর দ্রবণে চারার শিকড় ভিজিয়ে বিশোধন করে নিতে হবে।

রোপিত চারা সাইজকরণ: চারা রোপন করার ১৫-২০ দিন পর কুঁড়ি ফুটতে আরম্ভ করলে মাটি হতে ১৮০ সে:মি: উপরে মাথা কাটতে হবে এবং ১ বছর পর ১ম কাটের আরও ৬০ সে:মি: উপর থেকে, ২য় বছর আরও ৩০ সে: মি: এবং ৩য় বছর আরও ৩০ সে: মি: উপরে ছাঁটাই করে ঝাড়ের আসল উচ্চতা ৩০ সে:মি (১০ফুট) ঠিক করে নিতে হবে। পরবর্তীতে এই উচ্চতায় তুঁতগাছ সংরক্ষণ করতে হবে।

উৎপাদনশীল গাছের ক্ষেত্রে পরিচর্যাঃ ছাঁটাই তুঁতচাষে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সময় মত ও সঠিক নিয়মে ছাঁটাই করলে গুণগত ও পরিমাণগত পাতা উৎপাদন নিশ্চিত হয়। চৈতা বন্দে আসল উচ্চতার ৬-৮সে:মি:, জৈষ্ঠ্যা বন্দে ৪৫-৭৫ সে:মি:, ভাদুরী বন্দে ১০-১৫ সে:মি: এবং অগ্রহায়নী বন্দে মাটি হতে ৩০ সে:মি: (আসল উচ্চতায়) উপরে ছাঁটাই করতে হবে। জৈষ্ঠ্যা ও ভাদুরী বন্দে পলু মুখানোর ৩৫-৪০ এবং চৈতা ও অগ্রহায়নী বন্দে পলু মুখানোর ৪৫-৫০ দিন পূর্বে ছাঁটাই করতে হবে। ছাঁটাইয়ের পর খৌড় ও নিড়ানী দিয়ে মাটি আলগা করে আগাছা পরিষ্কার করে সেচ সুবিধা যুক্ত গাছের ক্ষেত্রে গাছ প্রতি বছরে জৈব সারঃ ৪-৫ কেজি, ইউরিয়াঃ ২২০ গ্রাম, টিএসপিঃ ১১০ গ্রাম, এবং এমপিঃ ৭০ গ্রাম সমান ৪ ভাগে ভাগ করে ৪ বারে ছাঁটাইয়ের ১৫-২০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে। তবে বৃষ্টি নির্ভর তুঁতগাছের গাছের ক্ষেত্রে গাছ প্রতি বছরে জৈব সারঃ ৪-৫ কেজি, ইউরিয়াঃ ১১০ গ্রাম, টিএসপিঃ ৫৫ গ্রাম, এবং এমপিঃ ৩৫ গ্রাম সমান ২ ভাগে ভাগ করে ২ বারে যথাক্রমে বর্ষার আগে ও পরে প্রয়োগ করতে হবে। চাকী তুঁতবাগানে শূক্ৰ মৌসুমে সেচ দেওয়া অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে প্রতি ৭-১০ দিন অন্তর অন্তর সেচ দেয়া যেতে পারে যাতে মাটি একটু নরম থাকে।

রোগ-বালাই দমনঃ বাংলাদেশে সাধারণতঃ তুঁতজমিতে ছত্রাকজনিত পাউডারী মিলডিউ রোগ বেশী দেখা যায়। এ রোগ দমনে ম্যানকোজেব গুপের ছত্রাকনাশক যেমন- ডাইথেন-এম-৪৫, ১০দিন পর পর ১লিটার পানিতে ২ গ্রাম করে ২ বারে প্রয়োগ করতে হবে। মিলিবাগ, থ্রিপস, টুকরা প্রভৃতির পোকাকার আক্রমণে তুঁতপাতার ক্ষতি হয়। এসব পোকা রোধে ক্লোরোফাইরিফস গুপের কীটনাশক যেমন- ক্লোরোবান ১ লিটার পানিতে ২ মি:লি: মিশিয়ে ২-৩ দিন পর পর ২ বার স্প্রে করা যেতে পারে। ছত্রাকনাশক ও কীটনাশক উভয় ক্ষেত্রে শেষ স্প্রে করার কমপক্ষে ১০-১২ দিন পর তুঁতপাতা পলুকে খাওয়ানো যাবে। তবে চাকী তুঁতবাগানে থ্রিপস পোকাকার আক্রমণ তুলনামূলকভাবে বেশী দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে সকালে কিংবা বিকালে স্প্রিংলার পদ্ধতির সেচ খুবই কার্যকারী। রোগবালাই দমনের জন্য প্রয়োজনে মাঠকর্মী কিংবা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনা করে ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

৫।	প্রযুক্তি হতে ফলন/প্রাপ্তিঃ	পাতা উৎপাদন ক্ষমতা ৪০.৫০ মেঃ টঃ/হেঃ/বছর।
----	-----------------------------	--

1	প্রযুক্তির নামঃ	তুঁতজাতঃ বিএম- ১০	
২।	প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্যঃ	<ul style="list-style-type: none"> ➤ পাতা আকারে বড় , গাটো সবুজ, চকচকে ও খাঁজবিহীন। ➤ মাটিতে শিকড় গজানোর হার ৯০% এর বেশী। ➤ বুপি, উঁচু বুপি ও ঝাড় তুঁতচাষের জন্য বেশী উপযোগী। ➤ পাতায় জলীয় ভাগের পরিমাণ ৭৪.২৫%, ➤ পানি ধারণ ক্ষমতা ৫১.৪০%, ➤ খনিজ পদার্থের পরিমাণ ১১.২৫%, টোটাল সুগার ৬.২৫%, ➤ রিডিউসিং সুগার ৩.৪৫% ও আমিষের পরিমাণ ১৮.৭৫%। 	 <p style="text-align: center;">তুঁতজাতঃ বিএম- ১০</p>
৩।	প্রযুক্তির উপযোগীতাঃ	<p>চাষযোগ্য অঞ্চলঃ দোআঁশ ও বেলে-দোআঁশ মাটি, পি-এইচ এর মান ৬.২-৬.৮ আছে এমন জমি তুঁতচাষের জন্য বেশী উপযোগী। তবে লবণাক্ত, ছাঁয়াযুক্ত, বর্ষা কিংবা বন্যার পানি জমে এমন জমি উপযোগী নয়।</p> <p>খ) পাতা উৎপাদনের মৌসুমঃ বছরে ০৪ টি বন্দে ০৪ বার পাতা পাওয়া সম্ভব। একবার রোপন করলে ২০-২৫ বছর পর্যন্ত পাতা পাওয়া যায়।</p>	
৪।	মাঠ পর্যায়ে করণীয়ঃ	<p>রোপন পদ্ধতিঃ উঁচু বুপি, ঝাড় এবং গাছ পদ্ধতির তুঁতচাষের জন্য উপযোগী।</p> <p>রোপনের সময়ঃ আশ্বিন-কার্তিক মাস। তবে সেচের সুবিধা থাকলে জানুয়ারি মাসের প্রথম থেকে দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত রোপন করা যায়।</p> <p>দূরত্ব, গর্তের মাপ, সারের পরিমাণ এবং গর্তে চারা রোপনঃ</p> <p>ক) উঁচু বুপি চাষ পদ্ধতিঃ গাছ হতে গাছের দূরত্ব হবে ৩ ফুট×৩ফুট, গর্তের মাপ ১ফুট×ফুট×১ফুট এবং গর্ত প্রতি জৈব সারঃ ১.৫০-২.০০ কেজি, ইউরিয়াঃ ২৮গ্রাম, টিএসপিঃ ১৪ গ্রাম ও এমপিঃ ০৯ গ্রাম প্রয়োগ করে গর্তের মাঝখানে চারা রোপন করতে হবে। গর্তে চারা রোপনের পূর্বে ১লিটার পানিতে ২ গ্রাম পরিমাণ ডাইথেন- এম-৪৫এর দ্রবণে চারার শিকড় ভিজিয়ে বিশোধন করে নিতে হবে।</p> <p>রোপিত চারা সাইজকরণঃ চারা রোপন করার ১৫-২০ দিন পর কুড়ি ফুটতে আরম্ভ করলে মাটি হতে ২২ সে:মি: উপরে মাথা কাটতে হবে এবং ১ বছর পর ১ম কাটের আরও ৮ সে:মি: উপর থেকে ছাঁটাই করে ঝাড়ের আসল উচ্চতা ৩০সে:মি (১ফুট) ঠিক করে নিতে হবে এবং পরবর্তীতে এই উচ্চতায় তুঁতগাছ সংরক্ষণ করতে হবে।</p> <p>উৎপাদনশীল হাইব্রিডের ক্ষেত্রে পরিচর্যাঃ ছাঁটাই তুঁতচাষে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সময় মত ও সঠিক নিয়মে ছাঁটাই করলে গুণগত ও পরিমাণগত পাতা উৎপাদন নিশ্চিত হয়। চাকী পলুর জন্য চৈতা বন্দে আসল উচ্চতার ৬-৮সে:মি:, জৈষ্ঠ্যা বন্দে ৪ সে:মি:, ভাদুরী বন্দে ১০-১৫সে:মি: এবং অগ্রাহায়নী বন্দে মাটি হতে ৩০ সে:মি: (আসল উচ্চতায়) উপরে ছাঁটাই করতে হবে। জৈষ্ঠ্যা ও ভাদুরী বন্দে পলু মুখানোর ৩৫-৪০ এবং চৈতা ও অগ্রাহায়নী বন্দে পলু মুখানোর ৪৫-৫০ দিন পূর্বে ছাঁটাই করতে হবে। ছাঁটাইয়ের পর ঝোঁড় ও নিড়ানী দিয়ে মাটি আলগা করে আগাছা পরিষ্কার করে বিঘা প্রতি বছরে জৈব সারঃ ৫০-৬০মন, ইউরিয়াঃ ৬৮ কেজি, টিএসপিঃ ৪৪ কেজি, এবং এমপিঃ ৪০ কেজি সমান ৪ ভাগে ভাগ করে ৪ বারে ছাঁটাইয়ের ১৫-২০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে। চাকী তুঁতবাগানে শুল্ক মৌসুমে সেচ দেওয়া অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে প্রতি ৭ দিন অন্তর অন্তর সেচ দেয়া যেতে পারে যাতে মাটি একটু নরম থাকে।</p> <p>খ) ঝাড় চাষ পদ্ধতিঃ গাছ হতে গাছের দূরত্ব হবে ৪ফুট×৪ফুট, গর্তের মাপ ১.৫০ফুট×১.৫০ফুট×১.৫০ফুট এবং গর্ত প্রতি জৈব সারঃ ২.০০-৩.০০ কেজি, ইউরিয়াঃ ৬০গ্রাম, টিএসপিঃ ৩০ গ্রাম ও এমপিঃ ২০ গ্রাম প্রয়োগ করে গর্তের মাঝখানে চারা রোপন করতে হবে। গর্তে চারা রোপনের পূর্বে ১লিটার পানিতে ২ গ্রাম পরিমাণ ডাইথেন- এম-৪৫ এর দ্রবণে চারার শিকড় ভিজিয়ে বিশোধন করে নিতে হবে। চারা রোপনের ২০-২৫ দিন পর অথবা কুড়ি গজানো শুরু হলে মাটি হতে ১.৫০ ফুট উপরে টপ কাটং করতে হবে।</p> <p>রোপিত চারা সাইজকরণঃ চারা রোপন করার ১৫-২০ দিন পর কুড়ি ফুটতে আরম্ভ করলে মাটি হতে ৪৫ সে:মি: উপরে মাথা কাটতে হবে এবং ১ বছর পর ১ম কাটের আরও ৩০ সে:মি: উপর থেকে, ২য় বছর আরোও ৩০ সে: মি: এবং ৩য় বছর আরোও ১৫ সে: মি: উপরে ছাঁটাই করে ঝাড়ের আসল উচ্চতা ১২০ সে:মি (৪ফুট) ঠিক করে নিতে হবে। পরবর্তীতে এই উচ্চতায় তুঁতগাছ সংরক্ষণ করতে হবে।</p>	

উৎপাদনশীল ঝাড়ের ক্ষেত্রে পরিচর্যাঃ ছাঁটাই তুঁতচাষে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সময় মত ও সঠিক নিয়মে ছাঁটাই করলে গুণগত ও পরিমাণগত পাতা উৎপাদন নিশ্চিত হয়। চৈতা বন্দে আসল উচ্চতার ৬-৮ সে:মি:, জৈষ্ঠ্যা বন্দে ৪৫-৭৫ সে:মি:, ভাদুরী বন্দে ১০-১৫ সে:মি: এবং অগ্রাহায়নী বন্দে মাটি হতে ১২০ সে:মি: (আসল উচ্চতায়) উপরে ছাঁটাই করতে হবে। জৈষ্ঠ্যা ও ভাদুরী বন্দে পলু মুখানোর ৩৫-৪০ এবং চৈতা ও অগ্রাহায়নী বন্দে পলু মুখানোর ৪৫-৫০ দিন পূর্বে ছাঁটাই করতে হবে। ছাঁটাইয়ের পর খোঁড় ও নিড়ানী দিয়ে মাটি আলগা করে আগাছা পরিষ্কার করে বিঘা প্রতি বছরে জৈব সারঃ ২.০০-২.৫০ মে:টন, ইউরিয়াঃ ৮৮ কেজি, টিএসপিঃ ৪৪ কেজি এবং এমপিঃ ২৮ কেজি সমান ৪ ভাগে ভাগ করে ৪ বারে ছাঁটাইয়ের ১৫-২০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে। চাকী তুঁতবাগানে শুল্ক মৌসুমে সেচ দেওয়া অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে প্রতি ৭-১০ দিন অন্তর অন্তর সেচ দেয়া যেতে পারে যাতে মাটি একটু নরম থাকে।


গ) **গাছ পদ্ধতি:** গাছ হতে গাছের দূরত্ব হবে ৬ফুট×৬ফুট, গর্তের মাপ ১.৫০ফুট×১.৫০ফুট×১.৫০ফুট এবং গর্ত প্রতি জৈব সার: ৩.০০-৪.০০ কেজি, ইউরিয়া: ১১০গ্রাম, টিএসপি: ৫৫ গ্রাম ও এমপি: ৩৫ গ্রাম প্রয়োগ করে গর্তের মাঝখানে চারা রোপন করতে হবে। গর্তে চারা রোপনের পূর্বে ১লিটার পানিতে ২ গ্রাম পরিমাণ ডাইথেন- এম-৪৫ এর দ্রবণে চারার শিকড় ভিজিয়ে বিশোধন করে নিতে হবে।

রোপিত চারা সাইজকরণ: চারা রোপন করার ১৫-২০ দিন পর কুঁড়ি ফুটতে আরম্ভ করলে মাটি হতে ১৮০ সে:মি: উপরে মাথা কাটতে হবে এবং ১ বছর পর ১ম কাটের আরও ৬০ সে:মি: উপর থেকে, ২য় বছর আরও ৩০ সে: মি: এবং ৩য় বছর আরও ৩০ সে: মি: উপরে ছাঁটাই করে ঝাড়ের আসল উচ্চতা ৩০ সে:মি (১০ফুট) ঠিক করে নিতে হবে। পরবর্তীতে এই উচ্চতায় তুঁতগাছ সংরক্ষণ করতে হবে।

উৎপাদনশীল গাছের ক্ষেত্রে পরিচর্যাঃ ছাঁটাই তুঁতচাষে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সময় মত ও সঠিক নিয়মে ছাঁটাই করলে গুণগত ও পরিমাণগত পাতা উৎপাদন নিশ্চিত হয়। চৈতা বন্দে আসল উচ্চতার ৬-৮সে:মি:, জৈষ্ঠ্যা বন্দে ৪৫-৭৫ সে:মি:, ভাদুরী বন্দে ১০-১৫ সে:মি: এবং অগ্রাহায়নী বন্দে মাটি হতে ৩০ সে:মি: (আসল উচ্চতায়) উপরে ছাঁটাই করতে হবে। জৈষ্ঠ্যা ও ভাদুরী বন্দে পলু মুখানোর ৩৫-৪০ এবং চৈতা ও অগ্রাহায়নী বন্দে পলু মুখানোর ৪৫-৫০ দিন পূর্বে ছাঁটাই করতে হবে। ছাঁটাইয়ের পর খোঁড় ও নিড়ানী দিয়ে মাটি আলগা করে আগাছা পরিষ্কার করে সেচ সুবিধা যুক্ত গাছের ক্ষেত্রে গাছ প্রতি বছরে জৈব সারঃ ৪-৫ কেজি, ইউরিয়াঃ ২২০ গ্রাম, টিএসপিঃ ১১০ গ্রাম, এবং এমপিঃ ৭০ গ্রাম সমান ৪ ভাগে ভাগ করে ৪ বারে ছাঁটাইয়ের ১৫-২০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে। তবে বৃষ্টি নির্ভর তুঁতগাছের গাছের ক্ষেত্রে গাছ প্রতি বছরে জৈব সারঃ ৪-৫ কেজি, ইউরিয়াঃ ১১০ গ্রাম, টিএসপিঃ ৫৫ গ্রাম, এবং এমপিঃ ৩৫ গ্রাম সমান ২ ভাগে ভাগ করে ২ বারে যথাক্রমে বর্ষার আগে ও পরে প্রয়োগ করতে হবে। চাকী তুঁতবাগানে শুল্ক মৌসুমে সেচ দেওয়া অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে প্রতি ৭-১০ দিন অন্তর অন্তর সেচ দেয়া যেতে পারে যাতে মাটি একটু নরম থাকে।

রোগ-বালাই দমনঃ বাংলাদেশে সাধারণতঃ তুঁতজমিতে ছত্রাকজনিত পাউডারী মিলডিউ রোগ বেশী দেখা যায়। এ রোগ দমনে ম্যানকোজেব গুপের ছত্রাকনাশক যেমন- ডাইথেন-এম-৪৫, ১০দিন পর পর ১লিটার পানিতে ২ গ্রাম করে ২ বারে প্রয়োগ করতে হবে। মিলিবাগ, থ্রিপস, টুকরা প্রভৃতির পোকাকার আক্রমণে তুঁতপাতার ক্ষতি হয়। এসব পোকা রোধে ক্লোরোফাইরিফস গ্রন্থপের কীটনাশক যেমন- ক্লোরোবান ১ লিটার পানিতে ২ মি:লি: মিশিয়ে ২-৩ দিন পর পর ২ বার স্প্রে করা যেতে পারে। ছত্রাকনাশক ও কীটনাশক উভয় ক্ষেত্রে শেষ স্প্রে করার কমপক্ষে ১০-১২ দিন পর তুঁতপাতা পলুকে খাওয়ানো যাবে। তবে চাকী তুঁতবাগানে থ্রিপস পোকাকার আক্রমণ তুলনামূলকভাবে বেশী দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে সকালে কিংবা বিকালে স্প্রিংলার পদ্ধতির সেচ খুবই কার্যকরী। রোগবালাই দমনের জন্য প্রয়োজনে মাঠকর্মী কিংবা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনা করে ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

৫।	প্রযুক্তি হতে ফলন/প্রাপ্তিঃ	পাতা উৎপাদন ক্ষমতা ৪৭.০০ মেঃ টঃ/হেঃ/বছর।
----	-----------------------------	--

১।	প্রযুক্তির নামঃ	তুঁতজাতঃ বিএম- ১১	
২।	প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্যঃ	<ul style="list-style-type: none"> ➤ পাতা আকারে বড়, খাঁজবিহীন, পুরনু, মসৃণ, হলুদাভা সবুজ। ➤ মাটিতে শিকড় গজানোর হার ৯০% এর বেশী। ➤ বুপি, উঁচুপুপি ও ঝাড় তুঁতচাষের জন্য বেশী উপযোগী। ➤ পাতায় জলীয় ভাগের পরিমাণ ৭৫.২৫%, ➤ পানি ধারণ ক্ষমতা ৫২.৪০%, ➤ খনিজ পদার্থের পরিমাণ ১২.৬০%, টোটাল সুগার ৬.৪৫%, ➤ রিডিউসিংসুগার ৩.৬৫% ও আমিষের পরিমাণ ১৯.৭৫%। 	 <p style="text-align: center;">তুঁতজাতঃ বিএম- ১১</p>
৩।	প্রযুক্তির উপযোগীতাঃ	<p>চাষযোগ্য অঞ্চলঃ দোআঁশ ও বেলে-দোআঁশ মাটি, পি-এইচ এর মান ৬.২-৬.৮ আছে এমন জমি তুঁতচাষের জন্য বেশী উপযোগী। তবে লবণাক্ত, ছাঁয়াযুক্ত, বর্ষা কিংবা বন্যার পানি জমে এমন জমি উপযোগী নয়।</p> <p>খ) পাতা উৎপাদনের মৌসুমঃ বছরে ০৪ টি বন্দে ০৪ বার পাতা পাওয়া সম্ভব। একবার রোপন করলে ২০-২৫ বছর পর্যন্ত পাতা পাওয়া যায়।</p>	
৪।	মাঠ পর্যায়ে করণীয়ঃ	<p>রোপন পদ্ধতিঃ উঁচুপুপি, ঝাড় এবং গাছ পদ্ধতির তুঁতচাষের জন্য উপযোগী।</p> <p>রোপনের সময়ঃ আশ্বিন-কার্তিক মাস। তবে সেচের সুবিধা থাকলে জানুয়ারি মাসের প্রথম থেকে দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত রোপন করা যায়।</p> <p>দূরত্ব, গর্তের মাপ, সারের পরিমাণ এবং গর্তে চারা রোপনঃ</p> <p>ক) উঁচুপুপি চাষ পদ্ধতিঃ গাছ হতে গাছের দূরত্ব হবে ৩ ফুট×৩ফুট, গর্তের মাপ ১ফুট×ফুট×১ফুট এবং গর্ত প্রতি জৈব সার: ১.৫০-২.০০ কেজি, ইউরিয়া: ২৮গ্রাম, টিএসপি: ১৪ গ্রাম ও এমপি: ০৯ গ্রাম প্রয়োগ করে গর্তের মাঝখানে চারা রোপন করতে হবে। গর্তে চারা রোপনের পূর্বে ১লিটার পানিতে ২ গ্রাম পরিমাণ ডাইথেন- এম-৪৫এর দ্রবণে চারার শিকড় ভিজিয়ে বিশোধন করে নিতে হবে।</p> <p>রোপিত চারা সাইজকরণঃ চারা রোপন করার ১৫-২০ দিন পর কুঁড়ি ফুটে আরম্ভ করলে মাটি হতে ২২ সে:মি: উপরে মাথা কাটতে হবে এবং ১ বছর পর ১ম কাটের আরও ৮ সে:মি: উপর থেকে ছাঁটাই করে ঝাড়ের আসল উচ্চতা ৩০সে:মি (১ফুট) ঠিক করে নিতে হবে এবং পরবর্তীতে এই উচ্চতায় তুঁতগাছ সংরক্ষণ করতে হবে।</p> <p>উৎপাদনশীল হাইব্রুশের ক্ষেত্রে পরিচর্যাঃ ছাঁটাই তুঁতচাষে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সময় মত ও সঠিক নিয়মে ছাঁটাই করলে গুণগত ও পরিমাণগত পাতা উৎপাদন নিশ্চিত হয়। চাকী পলুর জন্য চৈতা বন্দে আসল উচ্চতার ৬-৮সে:মি:, জৈষ্ঠ্যা বন্দে ৪ সে:মি:, ভাদুরী বন্দে ১০-১৫সে:মি: এবং অগ্রাহায়নী বন্দে মাটি হতে ৩০ সে:মি: (আসল উচ্চতায়) উপরে ছাঁটাই করতে হবে। জৈষ্ঠ্যা ও ভাদুরী বন্দে পলু মুখানোর ৩৫-৪০ এবং চৈতা ও অগ্রাহায়নী বন্দে পলু মুখানোর ৪৫-৫০ দিন পূর্বে ছাঁটাই করতে হবে। ছাঁটাইয়ের পর খোঁড় ও নিড়ানী দিয়ে মাটি আলগা করে আগাছা পরিষ্কার করে বিঘা প্রতি বছরে জৈব সারঃ ৫০-৬০মন, ইউরিয়াঃ ৬৮ কেজি, টিএসপিঃ ৪৪ কেজি, এবং এমপিঃ ৪০ কেজি সমান ৪ ভাগে ভাগ করে ৪ বারে ছাঁটাইয়ের ১৫-২০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে। চাকী তুঁতবাগানে শুল্ক মৌসুমে সেচ দেওয়া অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে প্রতি ৭ দিন অন্তর অন্তর সেচ দেয়া যেতে পারে যাতে মাটি একটু নরম থাকে।</p> <p>খ) ঝাড় চাষ পদ্ধতিঃ গাছ হতে গাছের দূরত্ব হবে ৪ফুট×৪ফুট, গর্তের মাপ ১.৫০ফুট×১.৫০ফুট×১.৫০ফুট এবং গর্ত প্রতি জৈব সার: ২.০০-৩.০০ কেজি, ইউরিয়া: ৬০গ্রাম, টিএসপি: ৩০ গ্রাম ও এমপি: ২০ গ্রাম প্রয়োগ করে গর্তের মাঝখানে চারা রোপন করতে হবে। গর্তে চারা রোপনের পূর্বে ১লিটার পানিতে ২ গ্রাম পরিমাণ ডাইথেন- এম-৪৫এর দ্রবণে চারার শিকড় ভিজিয়ে বিশোধন করে নিতে হবে। চারা রোপনের ২০-২৫ দিন পর অথবা কঁড়ি গজানো শুরু হলে মাটি হতে ১.৫০ ফুট উপরে টপ কাটিং করতে হবে।</p> <p>রোপিত চারা সাইজকরণঃ চারা রোপন করার ১৫-২০ দিন পর কুঁড়ি ফুটে আরম্ভ করলে মাটি হতে ৪৫ সে:মি: উপরে মাথা কাটতে হবে এবং ১ বছর পর ১ম কাটের আরও ৩০ সে:মি: উপর থেকে, ২য় বছর আরোও ৩০ সে: মি: এবং ৩য় বছর আরোও ১৫ সে: মি: উপরে ছাঁটাই করে ঝাড়ের আসল উচ্চতা ১২০ সে:মি (৪ফুট) ঠিক করে নিতে হবে। পরবর্তীতে এই উচ্চতায় তুঁতগাছ সংরক্ষণ করতে হবে।</p>	

উৎপাদনশীল ঝাড়ের ক্ষেত্রে পরিচর্যাঃ ছাঁটাই তুঁতচাষে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সময় মত ও সঠিক নিয়মে ছাঁটাই করলে গুণগত ও পরিমাণগত পাতা উৎপাদন নিশ্চিত হয়। চৈতা বন্দে আসল উচ্চতার ৬-৮ সে:মি:, জৈষ্ঠ্যা বন্দে ৪৫-৭৫ সে:মি:, ভাদুরী বন্দে ১০-১৫ সে:মি: এবং অগ্রাহায়নী বন্দে মাটি হতে ১২০ সে:মি: (আসল উচ্চতায়) উপরে ছাঁটাই করতে হবে। জৈষ্ঠ্যা ও ভাদুরী বন্দে পলু মুখানোর ৩৫-৪০ এবং চৈতা ও অগ্রাহায়নী বন্দে পলু মুখানোর ৪৫-৫০ দিন পূর্বে ছাঁটাই করতে হবে। ছাঁটাইয়ের পর খোঁড় ও নিড়ানী দিয়ে মাটি আলগা করে আগাছা পরিষ্কার করে বিঘা প্রতি বছরে জৈব সারঃ ২.০০-২.৫০ মে:টন, ইউরিয়াঃ ৮৮ কেজি, টিএসপিঃ ৪৪ কেজি এবং এমপিঃ ২৮ কেজি সমান ৪ ভাগে ভাগ করে ৪ বারে ছাঁটাইয়ের ১৫-২০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে। চাকী তুঁতবাগানে শুষ্ক মৌসুমে সেচ দেওয়া অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে প্রতি ৭-১০ দিন অন্তর অন্তর সেচ দেয়া যেতে পারে যাতে মাটি একটু নরম থাকে।

গ) **গাছ পদ্ধতি:** গাছ হতে গাছের দূরত্ব হবে ৬ফুট×৬ফুট, গর্তের মাপ ১.৫০ফুট×১.৫০ফুট×১.৫০ফুট এবং গর্ত প্রতি জৈব সার: ৩.০০-৪.০০ কেজি, ইউরিয়া: ১১০গ্রাম, টিএসপি: ৫৫ গ্রাম ও এমপি: ৩৫ গ্রাম প্রয়োগ করে গর্তের মাঝখানে চারা রোপন করতে হবে। গর্তে চারা রোপনের পূর্বে ১লিটার পানিতে ২ গ্রাম পরিমাণ ডাইথেন- এম-৪৫এর দ্রবণে চারার শিকড় ভিজিয়ে বিশোধন করে নিতে হবে।

রোপিত চারা সাইজকরণ: চারা রোপন করার ১৫-২০ দিন পর কুড়ি ফুটে আরম্ভ করলে মাটি হতে ১৮০ সে:মি: উপরে মাথা কাটতে হবে এবং ১ বছর পর ১ম কাটের আরও ৬০ সে:মি: উপর থেকে, ২য় বছর আরোও ৩০ সে: মি: এবং ৩য় বছর আরোও ৩০ সে: মি: উপরে ছাঁটাই করে ঝাড়ের আসল উচ্চতা ৩০ সে:মি (১০ফুট) ঠিক করে নিতে হবে। পরবর্তীতে এই উচ্চতায় তুঁতগাছ সংরক্ষণ করতে হবে।

উৎপাদনশীল গাছের ক্ষেত্রে পরিচর্যাঃ ছাঁটাই তুঁতচাষে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সময় মত ও সঠিক নিয়মে ছাঁটাই করলে গুণগত ও পরিমাণগত পাতা উৎপাদন নিশ্চিত হয়। চৈতা বন্দে আসল উচ্চতার ৬-৮সে:মি:, জৈষ্ঠ্যা বন্দে ৪৫-৭৫ সে:মি:, ভাদুরী বন্দে ১০-১৫ সে:মি: এবং অগ্রাহায়নী বন্দে মাটি হতে ৩০ সে:মি: (আসল উচ্চতায়) উপরে ছাঁটাই করতে হবে। জৈষ্ঠ্যা ও ভাদুরী বন্দে পলু মুখানোর ৩৫-৪০ এবং চৈতা ও অগ্রাহায়নী বন্দে পলু মুখানোর ৪৫-৫০ দিন পূর্বে ছাঁটাই করতে হবে। ছাঁটাইয়ের পর খোঁড় ও নিড়ানী দিয়ে মাটি আলগা করে আগাছা পরিষ্কার করে সেচ সুবিধা যুক্ত গাছের ক্ষেত্রে গাছ প্রতি বছরে জৈব সারঃ ৪-৫ কেজি, ইউরিয়াঃ ২২০ গ্রাম, টিএসপিঃ ১১০ গ্রাম, এবং এমপিঃ ৭০ গ্রাম সমান ৪ ভাগে ভাগ করে ৪ বারে ছাঁটাইয়ের ১৫-২০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে। তবে বৃষ্টি নির্ভর তুঁতগাছের গাছের ক্ষেত্রে গাছ প্রতি বছরে জৈব সারঃ ৪-৫ কেজি, ইউরিয়াঃ ১১০ গ্রাম, টিএসপিঃ ৫৫ গ্রাম, এবং এমপিঃ ৩৫ গ্রাম সমান ২ ভাগে ভাগ করে ২ বারে যথাক্রমে বর্ষার আগে ও পরে প্রয়োগ করতে হবে। চাকী তুঁতবাগানে শুষ্ক মৌসুমে সেচ দেওয়া অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে প্রতি ৭-১০ দিন অন্তর অন্তর সেচ দেয়া যেতে পারে যাতে মাটি একটু নরম থাকে।

রোগ-বালাই দমনঃ বাংলাদেশে সাধারণতঃ তুঁতজমিতে ছত্রাকজনিত পাউডারী মিলডিউ রোগ বেশী দেখা যায়। এ রোগ দমনে ম্যানকোজেব গুপের ছত্রাকনাশক যেমন- ডাইথেন-এম-৪৫, ১০দিন পর পর ১লিটার পানিতে ২ গ্রাম করে ২ বারে প্রয়োগ করতে হবে। মিলিবাগ, থ্রিপস, টুকরা প্রভৃতির পোকাকার আক্রমণে তুঁতপাতার ক্ষতি হয়। এসব পোকা রোধে ক্লোরোফাইরিফস গুপের কীটনাশক যেমন- ক্লোরোবান ১ লিটার পানিতে ২ মি:লি: মিশিয়ে ২-৩ দিন পর পর ২ বার স্প্রে করা যেতে পারে। ছত্রাকনাশক ও কীটনাশক উভয় ক্ষেত্রে শেষ স্প্রে করার কমপক্ষে ১০-১২ দিন পর তুঁতপাতা পলুকে খাওয়ানো যাবে। তবে চাকী তুঁতবাগানে থ্রিপস পোকাকার আক্রমণ তুলনামূলকভাবে বেশী দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে সকালে কিংবা বিকালে স্প্রিংলার পদ্ধতির সেচ খুবই কার্যকরী। রোগবালাই দমনের জন্য প্রয়োজনে মাঠকর্মী কিংবা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনা করে ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।



৫। প্রযুক্তি হতে ফলন/প্রাপ্তিঃ



পাতার উৎপাদন ক্ষমতা ৪৩.০০ মেঃ টঃ/হেঃ/বছর।


Mulberry varieties developed by BSRTI, Rajshahi

SI. NO.	Name of varieties	Leaf yield/ha/yr. (Mt.)	Suitable cultivation system	Remarks
1.	BM-1	33.00	Bush, Low-cut and Tree	
2.	BM-2	29.00	Bush	
3.	BM-3	35.50	Bush, High-bush, Low-cut and Tree	Comparatively water logging tolerant
4.	BM-4	36.50	Low-cut	Comparatively drought tolerant
5.	BM-5	35.50	Low-cut	Comparatively drought tolerant
6.	BM-6	35.00	High-bush, Low-cut and Tree	
7.	BM-7	37.00	Low-cut and High-bush	
8.	BM-8	37.20	High-bush, Low-cut and Tree	
9.	BM-9	40.50	Bush, High-bush	
10.	BM-10	47.00	High-bush, Low-cut and Tree	Comparatively water logging tolerant
11.	BM-11	43.00	High-bush, Low-cut and Tree	Comparatively drought tolerant

Local (Old) Mulberry Variety Conserving by BSRTI, Rajshahi.

Pictures	Important Characteristics
 <p style="text-align: center;">Figure: Telia</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Leaf size is very small, slightly coarse, green and highly lobed. ➤ In very rare cases leaves are found unlobed. ➤ Suitable for traditional bush plantation. ➤ Rooting ability of cutting is above 80% ➤ Nutritional quality viz, leaf moisture content 74%, moisture retention capacity 28.66%, total minerals 8.00%, total sugar 4.24%, reducing sugar 3.69%, protein 19.21%. ➤ Leaf yield 12mt/ha/yr.
 <p style="text-align: center;">Figure: Dudia</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Leaf size is small, smooth slightly waxy, green, lobed and rarely unlobed. ➤ At present this variety is very rare in the field level. ➤ suitable for traditional bush plantation. ➤ Rooting ability 80% ➤ Nutritional quality viz, leaf moisture content 71.00%, moisture retention capacity 35.77%, total minerals 10.25% total sugar 4.29%, reducing sugar 3.21% protein 16.99%. ➤ Leaf yield 12.25 mt/ha/yr.

Pictures	Important Characteristics
 <p data-bbox="435 1073 686 1115">Figure: Ghagra</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ This variety is not now using by the farmers. ➤ Leaf size is very small, slightly coarse, green and highly lobed and rarely unlobed. ➤ Suitable for traditional bush plantation. ➤ Rooting ability 80% ➤ Nutritional quality viz, leaf moisture content 70.98%, moisture retention capacity 24.58%, total minarals 8.85% , total sugar 4.85%, reducing sugar 3.47%, protein 18.50%. ➤ Leaf yield 12.50 mt/ha/yr.
 <p data-bbox="410 1801 711 1843">Figure: Lal bomby</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ This variety is also rarely found in the farmer's level but now maintaining in the germplasam of BSRTI. ➤ Suitable for traditional bush plantation. ➤ Rooting ability 80% ➤ Nutritional quality viz, leaf moisture content 72.99%, moisture retention capacity 36.85%, total minarals 8.10% total sugar 3.54%, reducing sugar 3.43% protein 16.99%. ➤ Leaf yield 12.25 mt/ha/yr.

Pictures	Important Characteristics
 <p data-bbox="394 1045 724 1087">Figure: Sada bomby</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="943 363 1487 447">➤ At present this variety is very rare in the field level. <li data-bbox="943 447 1487 573">➤ Leaf size is similar to lal bomby, smooth and slightly waxy, lobed and rarely unlobed. <li data-bbox="943 573 1487 657">➤ Suitable for traditional bush plantation. <li data-bbox="943 657 1487 699">➤ Rooting ability 90% <li data-bbox="943 699 1487 951">➤ Nutritional quality viz, leaf moisture content 70%, moisture retention capacity 39.12%, total minerals 9.05% total sugar 5.33%, reducing sugar 3.88% protein 16%. <li data-bbox="943 951 1487 993">➤ Leaf yield 18 mt/ha/yr.